এই সময়

১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার ১৮ নভেম্বর ২০২৩

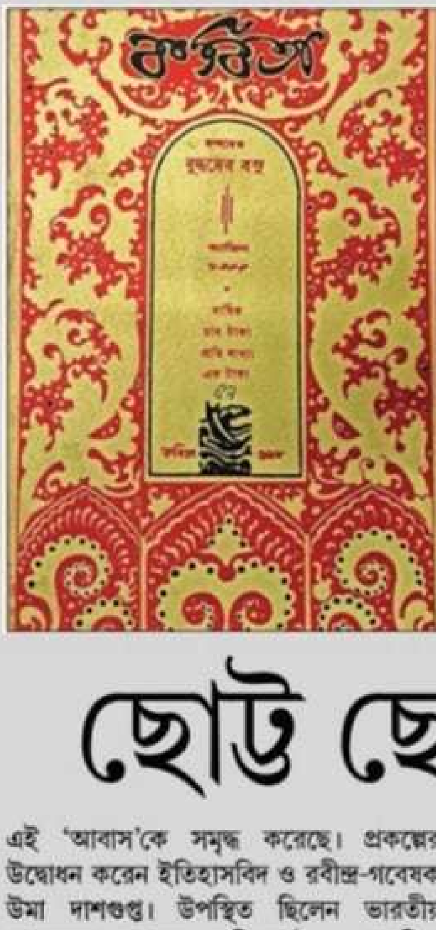

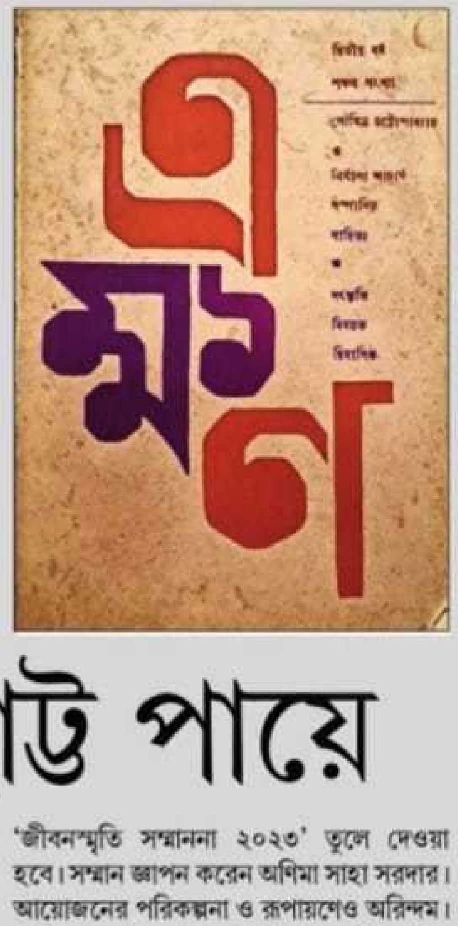

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে

বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডুর রং ধরলে একমাত্র লিটল ম্যাগাজিনই পারে রক্ত সরবরাহ করে তাকে বাঁচাতে। একদা বলেছিলেন মতি নন্দী। তাঁর মতো অনেকেই ছোট পত্রিকায় লিখেই বড় পত্রিকার আঙিনায়। কত তার আকার, চরিত্র, বিষয়, বৈশিষ্ট্য! প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' থেকে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' (ছবি ১), বা পরে পঞ্চাশের দশকের 'কৃত্তিবাস' বা 'এক্ষণ' (ছবি ২) এ সবের জীবন্ত দলিল। সন্দীপ দত্ত কলেজ স্ট্রিটে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি গড়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হন। এই সব আদর্শ সামনে রেখে জেলা, মহকুমা, গ্রামস্তরেও সাহিত্যপ্রেমী যুবসমাজ এই মহান কাজে ব্রতী। উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'ও তৎরূপ। গত ছ'বছরে প্রায় ৮,০০০ দুষ্প্রাপ্য লিটল ম্যাগাজিন কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের উদ্যোগে ও নানাজনের বদান্যতায় সংগৃহীত হয়েছে, ডিজিটাল তালিকাও প্রস্তুত। 'দুষ্প্রাপ্য ছোট পত্রিকার আবাস: একটি ছোট পত্রিকা সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রকল্প' শিরোনামে এই উদ্যোগের উদ্বোধন হল ৫ নভেম্বর, আর্কাইভের ঘরে। এই প্রকল্পটি উৎসর্গ করা হয়েছে অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ চৌধুরী, ঋতুপর্ণা মতিলাল ও সৌরভ দত্তের স্মৃতিতে। উল্লিখিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, অজয় গুপ্ত, হিরণ মিত্র, মীরাতুন নাহার, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অভীককুমার দে, ইন্দ্রপ্রমিত রায় প্রমুখের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ছোট পত্রিকা এই 'আবাস'কে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্র-গবেষক উমা দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা ও প্রাবন্ধিক অনুপকুমার মতিলাল, এবং 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক প্রশান্ত মাজী। রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য উমা দাশগুপ্তের হাতে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৩' তুলে দেওয়া হবে। সম্মান জ্ঞাপন করেন অণিমা সাহা সরদার। আয়োজনের পরিকল্পনা ও রূপায়ণেও অরিন্দম। 'পরিচয়' থেকে 'বারোমাস', 'অগ্রণী' থেকে 'অনুষ্টুপ', 'প্রমা' থেকে 'প্রস্তুতিপর্ব'— বিরাট সম্ভার এখন সকলের জন্য। উদ্বোধনের পরদিন থেকেই সবার জন্য সংগ্রহ খুলে দেওয়া হয়।

DAINIK STATESMAN
দৈনিক স্টেটসম্যান
১৯ কার্তিক ১৪৩০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১২৬

বঙ্গদর্পণ

জীবনস্মৃতি আর্কাইভে উদ্বোধন 'দুষ্প্রাপ্য ছোট পত্রিকার আবাস'

সাহিত্যিক মতি নন্দী একসময় বলেছিলেন — বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডুর রং ধরেছে। একমাত্র লিটল ম্যাগাজিনই পারে রক্ত সরবরাহের কাজটি করে তাকে বাঁচাতে।

সত্যিই বলতে কী, বাংলা সাহিত্যে নদীধারায় অসংখ্য ছোটখাটো পুকুর-খালবিলের মতো গতিধারা যোগ করেছে এই লিটল ম্যাগাজিন। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক এই পুকুর বিলে সাঁতার কাটতে কাটতেই নদীর স্রোতে উজান বেয়েছেন। মতি নন্দীর মতো আরও অনেক লেখকও লিটল ম্যাগাজিনে লিখেই ধীরে ধীরে উঠে এসেছেন বড় পত্রিকার আঙিনায়।

কত রকমের আকার, চরিত্র, বিষয়, বৈশিষ্ট্য এই লিটল ম্যাগাজিনের। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' বা পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের 'কৃত্তিবাস' বা 'এক্ষণ' এসবেরই জীবন্ত উদাহরণ।

কলেজ স্ট্রিটে সন্দীপ দত্ত লিটল ম্যাগাজিন স্থাপন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এইসব আদর্শকে সামনে রেখে শহরের বাইরে জেলা, মহকুমা, এমনকী গ্রাম স্তরেও অনেক সাহিত্যপ্রেমী যুবক এই মহান কাজে ব্রতী হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' অল্প দিনের মধ্যে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। গত ছয় বছর ধরে আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের উদ্যোগে, বহু মানুষের বদান্যতায় প্রাপ্ত সংগ্রহ এবং তার একটি ডিজিটাল তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছে। 'দুষ্প্রাপ্য ছোট পত্রিকার আবাস: একটি ছোট পত্রিকা সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রকল্প' শিরোনামে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল গতকাল ৫ নভেম্বর (রবিবার), বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, উত্তরপাড়া, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ঘরে। এই প্রকল্পটি উৎসর্গ করা হল অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক সুভাষ চৌধুরী, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঋতুপর্ণা মতিলাল এবং নাট্যকর্মী সৌরভ দত্তের স্মৃতিতে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই লিটল ম্যাগাজিনের আবাস।

জীবনস্মৃতির সংগ্রহে যে পত্রিকাগুলি রয়েছে সেগুলি হল — সবুজপত্র, কবিতা, পরিচয়, কবি ও কবিতা, চতুরঙ্গ, কৃত্তিবাস, এক্ষণ, বারোমাস, বহুরূপী, চারণপর্ব, চতুষ্কোণ, অগ্রণী, আন্তর্জাতিক ছোটগল্প, সীমান্ত, শিক্ষা, মুখর, পা, লেখমালা, কবিতা পাক্ষিক, কবিকৃতি, অনুষ্টুপ, অমৃতলোক, গন্ধর্ব, গ্রুপ থিয়েটার, বিভাব, অপরাজিত, সাহিত্যতীর্থ, বিশ্বভারতী পত্রিকা উদীচী, প্রেতি, প্রমা, মধুপর্ণী, দাহপত্র, কালপুরুষ, ঐকতান ইত্যাদি আরও অনেক পত্রিকা।

এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন ইতিহাসবিদ এবং রবীন্দ্রগবেষক উমা দাশগুপ্ত। উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা, প্রাবন্ধিক অনুপকুমার মতিলাল এবং 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদক, লেখক প্রশান্ত মাজী।

এদিন রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য উমা দাশগুপ্তের হাতে তুলে দেওয়া হবে জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৩। সম্মাননা জ্ঞাপন করেন অণিমা সাহা সরদার। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার। আজ সোমবার থেকেই উৎসাহী পাঠক এবং গবেষকরা জীবনস্মৃতি আর্কাইভ থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতে পারবেন।

সুখবর

: Sukhabar-patrika

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 3 NOVEMBER 2023 ● Friday ● কলকাতা ● ১৬ কার্তিক ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ৩ নভেম্বর ২০২৩ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে দুষ্প্রাপ্য ছোটো পত্রিকার আবাস

● বাঙলা সাহিত্যে পাণ্ডুর রঙ ধরেছে। একমাত্র লিটল ম্যাগাজিনই পারে রক্ত সরবরাহের কাজটি করে তাকে বাঁচাতে। এরকম একটি কথা একসময় বলেছিলেন মতি নন্দী। বলা বাহুল্য , লিটল ম্যাগাজিনে লিখেই মতি নন্দীর মতো আরো অনেক লেখক ধীরে ধীরে উঠে এসেছেন বড়ো পত্রিকার আঙিনায়। কতরকমের আকার, চরিত্র, বিষয় আর বৈশিষ্ট্য এই লিটল ম্যাগাজিনের। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র থেকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বা পরে গত শতকের পাঁচের

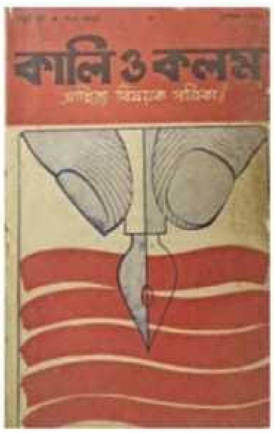

দশকের কৃত্তিবাস বা এক্ষণ এসবেরই জীবন্ত দলিল। কলকাতা শহরে কলেজ স্ট্রিটে সন্দীপ দত্ত লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। এইসব আদর্শকে সামনে রেখে শহরের বাইরে জেলা, মহকুমা এমনকী গ্রামস্তরেও অনেক সাহিত্যপ্রেমী যুবক এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছেন। উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' অল্প দিনের মধ্যে হলেও একই ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে গত ৬ বছর ধরে আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের উদ্যোগে নানা লোকের আন্তরিক বদান্যতায় প্রায় ৮ হাজার দুষ্প্রাপ্য লিটল ম্যাগাজিন জোগাড় করে তার ১টা ডিজিটাল তালিকা তৈরি করা হয়েছে। 'দুষ্প্রাপ্য ছোটো পত্রিকার আবাস :

একটি ছোটো পত্রিকা সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রকল্প' নামে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে রবিবার ৫ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৫টায় উত্তরপাড়া, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ঘরে। এই প্রকল্পটি উৎসর্গ করা হয়েছে অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক সুভাষ চৌধুরী, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঋতুপর্ণা মতিলাল আর নাট্যকর্মী সৌরভ দত্তের স্মৃতিতে। অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ চৌধুরী, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, সৌরভ দত্ত, অজয় গুপ্ত, হিরণ মিত্র, মীরাতুন নাহার, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অভীককুমার দে, ইন্দ্রপ্রমিত রায়দের মতো ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ছোটো পত্রিকা এই সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সংগ্রহে যেসব পত্রিকা রয়েছে সেসব কাগজ হল — সবুজপত্র, কবিতা, পরিচয়, কবি ও কবিতা, চতুরঙ্গ, কৃত্তিবাস, এক্ষণ, বারোমাস, বহুরূপী, চারণপর্ব, চতুর্দিক, অগ্রণী ,আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ,গল্পকবিতা, সীমান্ত, শিক্ষা, মুখর, পা, লেখমালা ,কবিতা পাক্ষিক, কবিকৃতি, অনুষ্টুপ, অমৃতলোক, গণনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার, অভিনয়, বিভাব, অপরাজিত, সাহিত্যতীর্থ, সাহিত্য প্রয়াসী

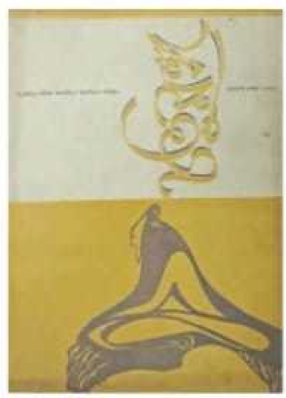

পত্রিকা, শতরূপা,ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠগল্প সম্ভার, অন্বিষ্ট, মহাপৃথিবী, কোরক, চারণ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুষ্কোণ, শতভিষা, বিজ্ঞানপর্ব , অনীক, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পদ্যবন্ধ, আলোচনা চক্র, সারস্বত, শূদ্রক, ঋতি, কুঠার, শিলীন্ধ্র, যোগসূত্র, প্রমা, সাহিত্য দর্পণ, ভাষা, কবিপত্র , রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্য পত্রিকা, অর্কিড, সংস্কৃতি ও সমাজ, অনুক্ত ,কথা সাহিত্য, সত্তর দশক, উদীচী, প্রৈতি, অবভাস, বিতর্কিকা ,মহাদিগন্ত , প্রস্তুতিপর্ব, লা-পয়েজি, সমতট, অনুবাদ পত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৌরব, জিজ্ঞাসা, শিল্পতরু, উত্তরাধিকার, অন্তঃসার, যাপনচিত্র, সাংস্কৃতিক খবর, সাহিত্যপত্র, প্রস্তুতি, প্রস্তুতিপর্ব, কলকাতা, তটরেখা, পুস্তকমেলা, এবং মুশায়েরা, গল্পগুচ্ছ, গঙ্গোত্রী, গাঙ্গেয়, গাঙ্গেয় পত্র,রক্তকরবী, একালের রক্তকরবী, গল্পপত্র, শিস,কালি ও কলম, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, লোক, লোক লৌকিক, লোকশ্রুতি, বর্তিকা,এবং এই সময়,অতিথি, আবর্ত, দিবারাত্রির কাব্য, জলার্ক, মধুপর্ণী, পূর্বাদ্রি, নন্দন, নীললোহিত, নহবত, গল্পগুচ্ছ, কবিতীর্থ, দাহপত্র, সুদক্ষিণা, প্রতিবিম্ব, কালপুরুষ, ঐকতান প্রভৃতি আরো অনেক পত্রিকা। এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্রগবেষক উমা দাশগুপ্ত। থাকবেন ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা, প্রাবন্ধিক অনুপকুমার মতিলাল ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সম্পাদক, লেখক প্রশান্ত মাজী। রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য উমা দাশগুপ্ত'র হাতে তুলে দেওয়া হবে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৩'। সম্মাননা জানাবেন অণিমা সাহা সরদার। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

উৎসাহী পাঠক ও গবেষকেরা সোমবার ৬ নভেম্বর থেকেই এই সংগ্রহ ব্যবহার করতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা –
জীবনস্মৃতি আর্কাইভ, উত্তরপাড়া, ৭০ রামসীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী, হুগলি।

সুখবর

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 28 JANUARY 2023 ● Saturday ● কলকাতা ● ১৩ মাঘ ১৪২৯ ● শনিবার ● ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

জীবনস্মৃতি আর্কাইভের অভিনব উদ্যোগ

মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষে বছরভর অনুষ্ঠান

● মৃণাল সেনের জীবন, দর্শন ও সিনেমার ভাবনা নিয়ে জীবনস্মৃতি আর্কাইভে গত বছরের ১৫ মে পরিচালকের ছেলে কুণাল সেন আর ছেলের স্ত্রী নিশা রূপারেল সেনের হাজিরায় 'মৃণাল-মঞ্জুষা' নামে এক আর্কাইভ আর স্থায়ী প্রদর্শশালা তৈরি করেছেন আর্কাইভের কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদার। পরিকল্পনা ও রূপায়ণ তাঁরই। এ বছর মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে মৃণাল সেনকে স্মরণ করা হচ্ছে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শুরু হয়েছে এই জানুয়ারি মাস থেকে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ,এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে নানা কর্মসূচি রয়েছে। কর্ণধারের কাছ থেকে জানা গেল গুরুত্বপূর্ণ সব কর্মসূচির কথা।

প্রদর্শনী

এই বিভাগে থাকছে মৃণাল ও তাঁর কাজের চিত্র, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানান দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের প্রদর্শনী। এই বিভাগে রয়েছে মৃণাল সেন পরিচালিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও চলচ্চিত্রের পোস্টার, পুস্তিকা ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী। থাকবে হিরণ মিত্রের রেখায় 'মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র ও ৭০ দশক' নামে এক প্রদর্শন। এখানে থাকবে আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ ও সাত্যকি ঘোষের তোলা মৃণাল সেনের অদেখা আলোকচিত্র।

সিনেমা সৃষ্টির কাজে জড়িতদের সংবর্ধনা

মৃণাল সেনের সিনেমার সঙ্গে জড়িত কলাকুশলী, বিশেষ করে যাঁরা আলোকসম্পাত, শিল্পনির্দেশনা, শব্দ গ্রহণ ও শব্দ পরিকল্পনার কাজ করেছেন, যেসব অভিনেতারা মূল থেকে পার্শ্বচরিত্র নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যেসব শিল্পীরা তাঁর সিনেমার পোস্টার, বুকলেট ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন তৈরি করেছেন আর তাঁর শেষবেলার সবসময়ের বন্ধু তাঁদের সকলের হাতে তুলে দেওয়া হবে জীবনকৃতি সম্মান। অনেককেই দেওয়া হবে তাঁদের বাসভবনে গিয়ে। সম্প্রতি কাজ শুরু হয়েছে মৃণাল সেন পরিচালিত প্রথম কাহিনিচিত্র 'রাতভোর'এর নায়িকা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সম্মান তুলে দিয়ে। গত ২৩ জানুয়ারি, সোমবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। সম্মানিত হয়ে উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানিয়ে অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দেশে জ্ঞানী-গুণী লোকের অভাব নেই। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে তাঁদের সম্মান দেওয়া হয়, যখন তাঁদের আর কিছু করার থাকে না। অনেক সময় শিল্পীরা জানতে পারেন না কারা ও কেন তাঁকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের তখন বোধশক্তি থাকে না। সেক্ষেত্রে আমি ভাগ্যবান। পরিচালক মৃণাল সেন সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁকে স্মরণ করার ও আমাকে সম্মানিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই ও শুভ কামনা করি।'

ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেন কুণাল সেন ও নিশা রূপারেল সেন

পোস্টার, চলচ্চিত্র-পুস্তিকার প্রচ্ছদের প্রতিলিপি আর ক্যালেন্ডার প্রকাশ

নেতাজীর জন্মজয়ন্তীতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাতভোর' চলচ্চিত্রের পুস্তিকা-প্রচ্ছদের প্রতিলিপির মোড়ক উন্মোচন করেন। এদিন অনলাইনে ইংরিজি নতুন বছরের এক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন কুণাল সেন ও নিশা রূপারেল সেন। ক্যালেন্ডারে অরিন্দম সাহার সংগৃহীত মৃণাল সেনের ১টি আলোকচিত্র ছাড়াও রয়েছে তাঁর পরিচালিত ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক, কোরাস, মৃগয়া ও ওকা উড়ি কথা এই ৬টি ছবির পোস্টার, বুকলেট ও ছাপা বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

আলোচনাসভা

'সিনেমা : ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও মৃণাল সেন' এই নামে আলোচনায় অংশ নেবেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সংহিতা সেন,মানস ঘোষ, কল্লোল লাহিড়ি ও সায়ন্তন দত্ত। চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দেখানো হবে — ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক, কোরাস, খণ্ডহর, চালচিত্র, একদিন অচানক ও অন্তরীণ। সিনেমা দেখানো হবে চিত্রবাণীর সাহায্যে। রয়েছে আলোচনাসভা। প্রতিদিন ১টি করে সিনেমা দেখানো হবে৷ একজন বক্তার সঙ্গে থাকবে আলোচনা। এই সভায় যে সব ছবি দেখানো হবে তার পোস্টার কিংবা পুস্তিকার প্রচ্ছদের প্রতিলিপিও প্রকাশ করা হবে।

মে মাসের অনুষ্ঠান

মে মাসের অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন কুণাল সেন ও নিশা রূপারেল সেন। অরিন্দম সাহা সরদারের পরিচালনায় তথ্যচিত্র 'আমি মৃণাল সেনকে দেখিনি' মুক্তি পাবে ডিসেম্বর মাসে।

মৃণাল মঞ্জুষার গোড়ার কথা মৃণাল সেনের জীবন, দর্শন ও চলচ্চিত্র বিষয়ক এক ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১৭ সাল থেকে। ২০১৮ সালে, মৃণাল সেনের প্রয়াণের পর, তাঁর ছেলে কুণাল সেন ২০১৯ সালে জীবনস্মৃতিকে দান করেন মৃণাল সেনের সংগ্রহের ফিল্ম, শিল্প, রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের ইংরিজি ও বাংলা মোট ৪২৫টি বই আর পত্র-পত্রিকা। সঙ্গে ১টি কাঠের বুক সেলফ। এছাড়া দিয়েছেন মৃণাল সেন পরিচালিত নানা সিনেমার ২৫০টি শুটিং-স্টিল, 'একদিন অচানক' চলচ্চিত্রের সেটে ব্যবহার করা ঘোড়ার মূল চিত্র ও তাঁর ব্যবহার করা কলম, চশমা, পাইপ, পাঞ্জাবি, পায়জামা, জহরকোট ও টুপি। ২০১১, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পরপর ৩ বার জীবনস্মৃতির অবক্ষেক অরিন্দম সাহা সরদারের নেওয়া প্রায় ৩ ঘন্টার অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার আর নানান মেজাজের চলমান ও স্থিরচিত্র রয়েছে এই সংগ্রহে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সোমেশ্বর ভৌমিক গত বছর জীবনস্মৃতিকে দান করেন ১৯৮৭ সালে তাঁরই নেওয়া মৃণাল সেনের এক প্রায় আড়াই ঘন্টার সাক্ষাৎকার। চলছে টেলিভিশন ও ব্যক্তিগত উৎসাহে নেওয়া অডিও -ভিডিও সাক্ষাৎকারের কাজ। এখনো পর্যন্ত মৃণাল সেনের আত্মীয়,বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর পরিচালিত নাটক ও সিনেমার অভিনেতা, অভিনেত্রী আর ৭০ জন কলাকুশলীর সাক্ষাৎকার ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। অনলাইন ও অফলাইন দুই পরিষেবার মাধ্যমেই সব উৎসাহী লোকেদের জন্য এই বিষয়ে নানা তথ্য জোগাড় করার ব্যবস্থা এরমধ্যে চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন আলোকচিত্রী সাত্যকী ঘোষ ও মমতাশঙ্কর। এই সংগ্রহশালা খোলা থাকে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ঠিকানা — জীবনস্মৃতি আর্কাইভ, ৭০, রামসীতা ঘোষ স্ট্রিট, ভদ্রকালি, উত্তরপাড়া, হুগলি, ফোন— ৯৮৮৩৯৭৩৬৪৬

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 'রাতভোর' সিনেমার পুস্তিকার প্রচ্ছদ উন্মোচন করেন

এই সময়

২৮ অক্টোবর শনিবার ২০২৩

শওকত আলির স্মৃতিতে

তবলা-আচার্য শওকত আলি খান-এর জন্ম ১৯১৭ সালে উত্তর প্রদেশে। তাঁর তিন গুরু ছিলেন উস্তাদ অজ্জন খান, ভারত বিশ্রুত মসিত খান এবং স্বয়ং উস্তাদ আহমদ জান থিরাকুয়া সাহেব। উস্তাদ বিলায়েত খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা ইমরাতের তাল-চর্চার সঙ্গী ছিলেন তিনি। বিলায়েত খাঁ-এর সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁকে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ছবিতে রোশন কুমারীর কত্থক নৃত্যে তবলা সঙ্গত করতে দেখা যায়। জীবনস্মৃতি আর্কাইভের একটি ধারাবাহিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা 'পঞ্চশিখা'-র চতুর্থ পর্বের নিবেদন ছিল মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে শওকত আলি খান-এর স্মৃতির প্রতি তাঁরই শিষ্য প্রণবকুমার সেন-এর তর্পণ। এই উপস্থাপনায় শওকত আলি খান-এর জীবন ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছিলেন জীবনস্মৃতি আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা

তর্পণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৮ অক্টোবর শনিবার ২০২৩

সত্যজিৎ রায়ের *জলসাঘর* ছবিতে রোশন কুমারীর কত্থক নৃত্যে তবলা সঙ্গত করতে দেখা গিয়েছিল শৌকত আলি খানকে। উস্তাদ বিলায়েত খান ও ইমরাত খানের সর্বক্ষণের তালচর্চার সঙ্গী, জন্ম ১৯১৭-তে উত্তরপ্রদেশে, তবলাসাধনা উস্তাদ অজ্জন খান, মসিত খান ও উস্তাদ আহমদ জান থিরাকুয়া সাহেবের তত্ত্বাবধানে। ১৯৫৪-তে কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত শিল্পী ছিলেন শৌকত, তিনতালের লহরা ও স্বরচিত সাড়ে এগারো মাত্রার 'উচক' তাল পরিবেশনায় মুগ্ধ করেন সবাইকে। জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর ধারাবাহিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা 'পঞ্চশিখা'-র একটি পর্ব নিবেদিত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায়: রয়েছে তাঁর কণ্ঠ ও তবলাবাদনের অডিয়ো, তাঁর জীবনকৃতি নিয়ে প্রণবকুমার সেনের আলোচনা। দেখা যাচ্ছে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে।

সুখবর

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 12 OCTOBER 2023 ● Thursday ● কলকাতা ● ২৪ আশ্বিন ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১২ অক্টোবর ২০২৩ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

তালাচার্য শৌকত আলি খানের তর্পণ মহালয়ায় জীবনস্মৃতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : তালাচার্য শৌকত আলি খানের জন্ম ১৯১৭ সালে উত্তর প্রদেশে। তাঁর শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু ও পার্সি। তিনি তবলার শৈল্পিক ও ক্রিয়াত্মক ধারণা পুষ্ট করেন ৩ মহাগুরু উস্তাদ অজ্জন খান, ভারতখ্যাত মসিত খান আর উস্তাদ আহমদ জান থিরাকুয়া সাহেবের তত্ত্বাবধানে। শৌকত আলি খান ১৯৫৪ সালে কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত শিল্পী হয়ে বাজাতে আসেন। তাঁর পরিবেশিত তিনতালের লহরা আর 'সাড়ে এগারো মাত্রা'র তালবাদ্যের রাজকীয় ব্যঞ্জনা সারা ভারত থেকে আসা সঙ্গীতজ্ঞদের কীভাবে শিহরিত করে তা পণ্ডিত অজয় সিংহ রায়ের লেখা থেকে জানা যায়। তিনি সাড়ে এগারো মাত্রার এই তালের নাম দেন উচক তাল। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক যিনি শৌকত আলির গাণ্ডা বেঁধেছিলেন সেই মহান তালবেত্তা উস্তাদ আহমদ জান থিরাকুয়া বীজের মধ্যে মহীরুহ দেখে আর ঠিক থাকতে পারেননি। শৌকতকে আলিঙ্গনে বেঁধে সেদিন বললেন, 'তুনে মেরা সব কুছ চুরালিয়া'। কোনো শিষ্যের কাছে এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না।

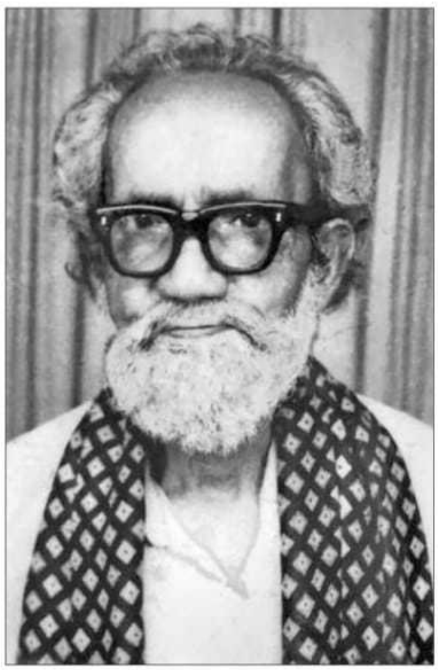

তাঁর সৃষ্ট সাড়ে পাঁচ, সাড়ে আট, সাড়ে আঠারো মাত্রার তাল আর তার সঙ্গে যন্ত্রে বাজানোর মতো বন্দিশের উদাহরণও তিনি সেদিন রেখেছিলেন শ্রোতাদের কাছে। এরই কিছু বম্বে (এখন মুম্বই) আকাশবাণী মারফৎ ছোটোদের কাছে তুলে ধরা হয়। যাঁকে সবকালের শ্রেষ্ঠ তালবেত্তা বলা হয় সেই উস্তাদ আজিম খান শৌকত আলির সম্যক প্রতিভার মূল্যায়ন করে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। পণ্ডিত অজয় সিংহ রায় সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমিতে তাঁর ২টি রেকর্ড করে রাখেন। ওই দুটিই পরের প্রজন্মের কাছে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকবে। উস্তাদ বিলায়েত খাঁ আর তাঁর ভাই ইমরাতের সারাক্ষণের তালচর্চার সঙ্গী ছিলেন শৌকত আলি খান। বিলায়ত খাঁয়ের সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁকে সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘর ছবিতে রোশন কুমারীর কত্থক নাচে তবলা সঙ্গত করতে দেখা যায়।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভের এক ধারাবাহিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা 'পঞ্চশিখা'র চতুর্থ পর্বের নিবেদন, তালাচার্য শৌকত আলি খানের স্মৃতির প্রতি মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে তাঁরই শিষ্য প্রণবকুমার সেনের তর্পণ। এই উপস্থাপনায় শৌকত আলি খানের জীবন ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন প্রণবকুমার সেন। শোনা যাবে শৌকত আলি খানের কণ্ঠ আর তবলা বাজনার দুষ্প্রাপ্য অডিও। এই দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনাটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

শনিবার ১৪ অক্টোবর মহালয়ার দিন সকালে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে এটি মুক্তি পাবে।

এই সময়

কলকাত্তেওয়ালি

সৌম্যেন্দু-সিন্দুক

'সৌম্যেন্দু-সিন্দুক'। অর্থাৎ সৌম্যেন্দু রায়ের ছবিতে সমৃদ্ধ সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীদের সিনেমার চিত্রনাট্যের কপি, শুটিং স্টিল, শুটিং নোটবুক, পোস্টার, বুকলেট, নিউজপেপার কাটিং, সিনেমার বই, পত্রপত্রিকা। সৌম্যেন্দুর কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র ও টেলিভিশনচিত্রের ডিজিটাল কপি এই সংগ্রহে। তাঁর আলোকচিত্র প্রশিক্ষণের ভিডিয়োও রয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৩, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের অরিন্দম সাহা সরদার যে ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেনে, তা-ও রয়েছে সংগ্রহে। বস্তুত, অরিন্দমের ভাবনা ও পরিকল্পনাতেই সৌম্যেন্দুর সিনেমা-যাপন এবং বাংলা ও বাঙালির চলচ্চিত্র ইতিহাস নিয়ে 'সৌম্যেন্দু-সিন্দুক' সংগ্রহশালা। গত মে মাসে আর্কাইভের নবম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই স্থায়ী সংগ্রহশালার সূচনা হয়েছিল, অতঃপর সাধারণের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত। বাংলা ছায়াছবির জগতে সিনেম্যাটোগ্রাফার হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় সৌম্যেন্দু। তাঁকে নিয়ে এমন একটি স্থায়ী সংগ্রহশালা, যা নানা ধরনের দৃশ্যশ্রাব্য উপাদানে সেজে উঠেছে, তা জাতির ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করে। ছবিতে, সৌম্যন্দুর হাতে তাঁরই ছবি, হিরণ মিত্রের আঁকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ জুলাই শনিবার ২০২৩

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা

পুতুলের সংগ্রহ

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর গবেষণা শিল্পের নানা বিষয়ে। বাংলার নানা জায়গায় বাসের সুবাদে আকৃষ্ট হন লোকশিল্পে, মন্দিরের কারুকাজে। পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতা শুরু, শুরু এক অসাধারণ সংগ্রহেরও: পুতুল, প্রত্নভাস্কর্য, পট, চিত্রিত পুঁথি, নকশিকাঁথা, কাঠখোদাই ছবির বই, কী নয়! লিখেছেন বেশ ক'টি বই, *এ কালের শিল্পচিন্তা*, *কার্তিক: পুরাণ ও বাঙালি লোকবিশ্বাসে*, *পুতুলের সাত সতেরো*, *নন্দলাল বসু*। তাঁর সেরা সংগ্রহ পুতুলের, আছে ইলামবাজারের গালার পুতুল, টাঙ্গাইলের টেপা পুতুল, লখনউয়ের খুদে পাখি পুতুল। তাঁর সংগ্রহ ও গবেষণা নিয়ে *এক পাগলের গল্প* নামে একটি ছবি তৈরি করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর নিবেদনে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় দেখা যাবে কসবার রাজডাঙা মেন রোডে 'পুরবৈয়া'-তে, পরে জীবনস্মৃতি-র ইউটিউব চ্যানেলেও।

এই সময়

কলকাতাভেড়য়ালি

৮ জুলাই শনিবার ২০২৩

এক পাগলের গল্প

অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর আগ্রহ ও গবেষণা শিল্প-সাহিত্যের নানা বিষয়ে। ছোটবেলায় ডাকটিকিট, মুদ্রা সংগ্রহ, বইয়ের নেশা তাঁকে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় ছিলেন। তখনই লোক শিল্পকলা ও মন্দিরের কারুকার্যে আগ্রহ। সে বিষয়ে পড়াশোনা, গ্রামে-গ্রামে ঘোরা। অধ্যাপনার সঙ্গে সংগ্রহের কাজও শুরু। ভাঙাচোরা প্রত্ন ভাস্কর্য, পট, পাটা, চিত্রিত পুথি, নকশি কাঁথা, কাঠখোদাই ছবিযুক্ত বই, আধুনিক শিল্পীদের আঁকিবুকি—কী নেই! তাঁর 'এ কালের শিল্পচিন্তা', 'কার্তিক পুরান ও বাঙালি লোকবিশ্বাসে', 'পুতুলের সাত সতেরো', 'নন্দলাল বসু' বইগুলি দুই বাংলার পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। আর সংগ্রহে অধুনা বিলুপ্ত ইলামবাজারের গালার পুতুল, টাঙ্গাইলের হাতে টেপা পুতুল, লখনৌয়ের ক্ষুদ্রাকৃতি পাখি পুতুল, যা অলভ্য। অগ্নিবর্ণবাবুর এই সংগ্রহ ও গবেষণা নিয়ে ২৮ মিনিটের সাক্ষীচিত্র 'এক পাগলের গল্প' তৈরি করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার, নিবেদনে জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। আজ, ৬টায়, প্রদর্শিত হবে 'পুরবৈয়া'তে (১৯২৩, রাজডাঙা মেন রোড, কসবা)। আর্কাইভের ইয়ুটিউব চ্যানেলেও তা মুক্তি পাবে।

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

সুখবর

www.sukhabar.in | SUKHABAR ● 29 JUNE 2023 ● Thursday ● কলকাতা ● ১৩ আষাঢ় ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৯ জুন ২০২৩ ● দাম : ৪.০০ টাকা | প্রভাতী দৈনিক

আজ পবিত্র
ঈদ উল আযহা
সকলকে জানাই
মুবারক

সংস্কৃতি
উত্তরপাড়া সঙ্গীতচক্রের উদ্যোগে গান লাইব্রেরি। পায়েল ডান্স গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান 'রিনিকিঝিনি' পৃষ্ঠা-৭

বাগানে কামিন্স
অজিদের হয়ে কাতার বিশ্বকাপ খেলার পর বাগানে খেলতে আসছেন জেসন কামিন্স। অজি বিশ্বকাপারের সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তি পৃষ্ঠা-৮

আজকের আবহাওয়া
তাপমাত্রা
৩৩°সেঃ ২৮°সেঃ
সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১৫% মেঘলা আকাশ

অরিন্দম সাহা সরদারের এক সাক্ষীচিত্র 'এক পাগলের গল্প'

নিজস্ব প্রতিনিধি : অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর আগ্রহ আর গবেষণা শিল্প সাহিত্যের নানা বিষয়ে। ছোটোবেলায় ডাকটিকিট, মুদ্রা সংগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের নেশা তাঁকে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়। এই সময়েই অগ্নিবর্ণ আকৃষ্ট হন লোক শিল্পকলায়, মন্দিরের কারুকাজে। শুরু হয় লেখাপড়ার পাশাপাশি এইগ্রাম সেইগ্রামে ঘোরা। লেখাপড়ার শেষে অধ্যাপনার শুরু, আর শুরু এক অসাধারণ সংগ্রহের। হাতে টেপা পুতুল থেকে ভাঙাচোরা প্রত্ন ভাস্কর্য, পট থেকে পাটা, চিত্রিত পুঁথি থেকে নকশি কাঁথা, কাঠ খোদাই ছবিথাকা বই থেকে আধুনিক শিল্পীদের আঁকিবুকি কী নেই অগ্নিবর্ণর সংগ্রহে!

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় আর বঙ্গবাসী কলেজ, অধ্যাপক ভাদুড়ীকে গবেষণার সুযোগ দিয়েছে। 'এ কালের শিল্পচিন্তা', 'কার্তিক পুরাণ ও বাঙালি লোকবিশ্বাসে', 'পুতুলের সাত সতেরো', 'নন্দলাল বসু' এসব বই পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের নানা পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী'র শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বাংলার পুতুল যা তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে জোগাড় করেছেন। এ সংগ্রহে আছে এখন লুপ্ত হওয়া ইলামবাজারের গালার পুতুল, আছে টাঙ্গাইলের বেশ কিছু হাতে টেপা পুতুল যা আর পাওয়া যায় না। আছে বাংলার বাইরে লখনউ'র ক্ষুদ্রাকৃতি পাখি পুতুল যা আজ দ্বিতীয় কোথাও নেই।

অগ্নিবর্ণর এই সংগ্রহ আর গবেষণার বিষয়কে ঘিরে একটি ২৮ মিনিটের সাক্ষীচিত্র গড়েছেন অরিন্দম সাহা সরদার। নিবেদন জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী'র পাশাপাশি এই সংগ্রহ নিয়ে মতামত দিয়েছেন ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা অনুপকুমার মতিলাল আর অধ্যাপক ভাদুড়ী'র স্ত্রী শ্রীমতী মধুমাধবী ভাদুড়ী। আগামী ৮ জুলাই শনিবার সন্ধে ৬ টায় এই সাক্ষীচিত্রটি দেখানো হবে কসবার ১৯২৩, রাজডাঙা মেন রোডের 'পুরবৈয়া'তে। একই দিনে একই সময় জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে এই সাক্ষীচিত্র মুক্তি পাবে।

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
১৮ আষাঢ় ১৪৩০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৬
দৈনিক স্টেটসম্যান সোমবার ৩ জুলাই ২০২৩, কলকাতা

বঙ্গদর্পণ

সংগ্রাহক অগ্নিবর্ণের সাক্ষীচিত্র

অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ির আগ্রহ আর গবেষণা শিল্প সাহিত্যের নানাবিধ বিষয়ে। ছোটবেলায় ডাকটিকিট, মুদ্রা সংগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের নেশা তাঁকে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অভিভক্ত বাংলার নানান জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়। এই সময়েই অগ্নিবর্ণ আকৃষ্ট হন লোক শিল্পকলায়, মন্দিরের কারুকার্যে। শুরু হয় পড়াশুনোর পাশাপাশি এই গ্রাম, সেই গ্রাম ঘোরা। পড়াশুনোর শেষে শুরু হয় অধ্যাপনা। আর শুরু হয় অসাধারণ সংগ্রহের। হাতে টেপা পুতুল থেকে ভাঙাচোরা প্রত্ন-ভাস্কর্য, পট থেকে পাটা, চিত্রিত পুঁথি থেকে নকশি

কাঁথা, কাঠ খোদাই ছবিযুক্ত বই থেকে আধুনিক শিল্পীদের আঁকিবুকি -- কী নেই অগ্নিবর্ণবাবুর সংগ্রহে! তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় আর বঙ্গবাসী কলেজ, অধ্যাপক ভাদুড়িকে দিয়েছে গবেষণার সুযোগ। তারই ফসল কিছু বই যা সমালোচকরে কাছে গভীরতার পরিচয় বহন করছে। 'একালের শিল্পচিন্তা', 'কার্তিক পুরাণ ও বাঙালি লোকবিশ্বাসে', 'পুতুলের সাত সতেরো', 'নন্দলাল বসু' বইগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বহু পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ির শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বাংলার পুতুল, যা তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন। এ সংগ্রহে রয়েছে অধুনা বিলুপ্ত ইলামবাজারের গালার পুতুল, টাঙ্গাইলের বেশ কিছু হাতে টেপা পুতুল যা আর আজ পাওয়া যায় না। আছে বাংলার বাইরের লখনউয়ের ক্ষুদ্রাকৃতি পাখি পুতুল, যা আজ দ্বিতীয় কোথাও নেই।

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ির এই সংগ্রহ এবং গবেষণার বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি আটাশ মিনিটের সাক্ষীচিত্র নির্মাণ করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার। নিবেদনে জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ির পাশাপাশি এই সংগ্রহ নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন অনুপকুমার মতিলাল, প্রাক্তন অধিকর্তা, ভারতীয় জাদুঘর এবং অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ির স্ত্রী মধুমানবী ভাদুড়ি। আগামী ৮ জুলাই, শনিবার, সন্ধে ছ'টায়, এই সাক্ষীচিত্রটি প্রদর্শিত হবে পুরবৈয়া,১৯২৩, রাজডাঙা মেন রোড,কসবায়। চলভাষ ৯১২৩৭৯৪৯১৫। একই দিনে, একই সময়ে, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেও এই সাক্ষীচিত্রটি মুক্তি পাবে।

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | ESTABLISHED 1838 | VOL. XXIV NO. 102 | KOLKATA | WEDNESDAY, MAY 3, 2023 | PAGES 30 | PRICE ₹ 5

THE TIMES OF INDIA

INDIA'S MOST TRUSTED NEWS BRAND

INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER

Shami's superb spell of 4/11 goes in vain as bottom-placed Delhi Capitals (130/8) beat table toppers Gujarat Titans (125/6), P 23

3 May 2023

Ray cinematographer's diary to reveal technical details

Photo credit: Arindam Saha Sardar

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

Kolkata: The unpublished diary of Satyajit Ray's cinematographer Soumendu Roy will be unveiled in a specially designed cine-room, called 'Soumendu-Sinduk', at Jibansmriti Archive soon. This diary has notes on the behind-the-scene technical details jotted down during the making of 'Teen Kanya', 'Abhijaan', 'Goopy Gyne Bagha Byne'. Notes on Ray's Tagore documentary are also available.

Founder of the archive Arindam Saha Sardar has been working on Roy since 2007. It was before the pandemic that he came across this red notebook. "In our country, we have a tradition of compiling interviews of directors and stars. Technicians are hardly given their due. For any student of cinema, it is important to understand how a film is made. These notes that give the camera specification are invaluable for students of cinema," Saha Sardar said.

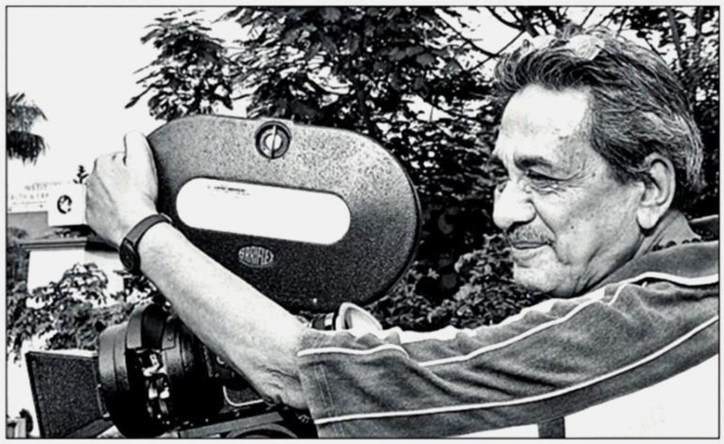

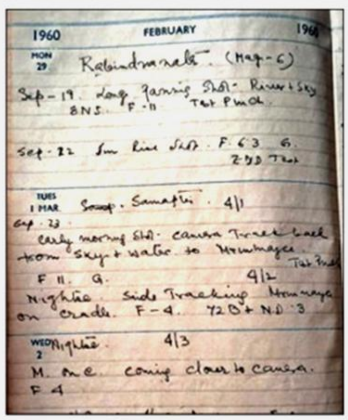

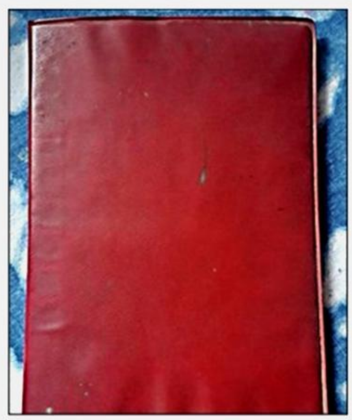

(Clockwise from top) Satyajit Ray's cinematographer Soumendu Roy; Roy's red diary; a page from the diary where he noted down details

Roy's diary mentions in detail when tracking shots, closeup shots and long shots were used. These shots were not used simply because they looked nice. There was an ideology of technique, said director Ashoke Viswanathan. "Getting access to a diary containing detailed shot breakdowns from the films of master filmmakers, such as Kurosawa and Ray, can be useful for film directors and scholars. Decoupage is the art of dividing a scene into separate shots so as to describe the action from different angles and various magnifications. The decoupage is a key element of the film's overall mise-en-scene," he added.

Roy's notebook mentions the use of a certain filter. "There is a renewed interest in monochrome now. In this context, it is important to note the filters used while shooting Ray's black-and-white films," Saha Sardar said. The notebook also mentions the exposure, raw stock and lens used. "As most cinematographers, who worked with those filters are no longer around, this document will be of great importance to researchers too," he added.

This notebook also carries Roy's working notes on Tarun Mazumdar's 'Palatak' and 'Balika Bodhu'. All the shooting dates are mentioned, too. "The shooting date of 'Rabindranath' is 1960. "It mentions the shooting dates of 'Teen Kanya' and 'Abhijaan' as 1961, 'Palatak' as 1962, 'Balika Bodhu' as 1965 and 'Goopy Gyne Bagha Byne' as 1968," he added.

আনন্দবাজার পত্রিকা

৮ জুলাই শনিবার ২০২৩

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা

পুতুলের সংগ্রহ

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর গবেষণা শিল্পের নানা বিষয়ে। বাংলার নানা জায়গায় বাসের সুবাদে আকৃষ্ট হন লোকশিল্পে, মন্দিরের কারুকাজে। পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতা শুরু, শুরু এক অসাধারণ সংগ্রহেরও: পুতুল, প্রত্নভাস্কর্য, পট, চিত্রিত পুঁথি, নকশিকাঁথা, কাঠখোদাই ছবির বই, কী নয়! লিখেছেন বেশ ক'টি বই, *এ কালের শিল্পচিন্তা*, *কার্তিক: পুরাণ ও বাঙালি লোকবিশ্বাসে*, *পুতুলের সাত সতেরো*, *নন্দলাল বসু*। তাঁর সেরা সংগ্রহ পুতুলের, আছে ইলামবাজারের গালার পুতুল, টাঙ্গাইলের টেপা পুতুল, লখনউয়ের খুদে পাখি পুতুল। তাঁর সংগ্রহ ও গবেষণা নিয়ে *এক পাগলের গল্প* নামে একটি ছবি তৈরি করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর নিবেদনে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় দেখা যাবে কসবার রাজডাঙা মেন রোডে 'পুরবৈয়া'-তে, পরে জীবনস্মৃতি-র ইউটিউব চ্যানেলেও।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
আনন্দবাজার পত্রিকা

অনন্য সংগ্রহ

২ মার্চ ছিল কুমার রায়ের জন্মদিন, সে দিনই চমৎকার এক প্রদর্শনী শুরু হল উত্তরপাড়ায় জীবনস্মৃতি আর্কাইভে: ‘বহুরূপী’র ৭৫ বছরে কুমার রায় পরিচালিত নাটকগুলির মূল নাট্যপুস্তিকাগুলি মুখ্য আকর্ষণ। পুস্তিকায় কলাকুশলী-পরিচিতির সঙ্গে নাটকের মূল ভাবনাটি সংক্ষেপে লেখা থাকত, দলের প্রথম যুগ থেকেই শুরু, ১৯৭৯-র পর প্রায় একক ভাবে সামলাতেন কুমার রায়। ‘কুমার কুলায়’ নামে একটি স্থায়ী সংগ্রহশালাও শুরু হল, সেখানে রয়েছে কুমার রায়কে নিয়ে বই, পত্রিকা, সংবাদ-কর্তিকা, তাঁকে লেখা শম্ভু মিত্রের চিঠি, তাঁর অভিনীত পরিচালিত ও লিখিত নাটকের ছবি, আমন্ত্রণপত্র; বেশ ক’টি নাটকের পূর্ণাঙ্গ ভিডিয়ো, তাঁকে নিয়ে বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার। অরিন্দম সাহা সরদারের ভাবনা ও রূপায়ণে প্রদর্শনীটি দেখা যাবে ১৩ মার্চ পর্যন্ত, বিকাল ৫টা-রাত ৮টা। আর সংগ্রহশালা খোলা প্রতি সোম বুধ ও শুক্রবার, দুপুর ১২টা-৩টে। কুমার রায়ের ছবিটি সাত্যকি ঘোষের তোলা।

৪ মার্চ শনিবার ২০২৩

দৈনিক স্টেটসম্যান
বঙ্গদর্পণ
সোমবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রদর্শনীতে বহুরূপীর কুমার রায় পর্ব

বহুরূপী ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবর্ষ এবার। বহুরূপীর সঙ্গে যুক্ত নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার রায়ের ৯৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষে আগামী ২ মার্চ, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের তরফে একটি নাট্যবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে মূলত তুলে ধরা হবে বহুরূপীর কুমার রায় পর্ব অর্থাৎ ১৯৭৯ থেকে ২০১০ সময়কালের মধ্যে কুমার রায় পরিচালিত নাটকের দুষ্প্রাপ্য মূল পুস্তিকা। যেখানে নাটকের অভিনেতা এবং নেপথ্য কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত একটি করে ছোট লেখা। যার উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মূল ভাবনার একটা ধরতাই দর্শকদের দিয়ে দেওয়া। এই ট্রাডিশন বহুরূপীর প্রথম যুগ থেকেই অব্যাহত। কী গভীর অভিনিবেশ এবং যত্নের সঙ্গে এই মূলসূত্রটি ধরিয়ে দেওয়ার কাজটি করা হত, তার সাক্ষ্য বহন করছে এই প্রদর্শনীটি। এই কাজটি ১৯৭৯ সালের পর থেকে প্রায় এককভাবে সামলেছেন কুমার রায়। বিন্যাস এবং লেখন সবক্ষেত্রেই কুমার রায়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আলাদা করে কখনও তাঁর নামের উল্লেখ থাকত না। নাটকের শুরুতে এবং বিরতির সময়ে এই পুস্তিকাগুলি নামমাত্র মূল্যে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এবং ভেতরে পাওয়া যেত।

প্রদর্শনীতে আরও থাকবে বহুরূপীর চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট বছর উপলক্ষে প্রকাশিত ইতিহাস-গ্রন্থ, প্রযোজনা বিষয়ক তথ্যপঞ্জী এবং ছবির অ্যালবাম ইত্যাদি। এইসব তথ্য ও নথি পাওয়ার জন্য সহযোগিতায় রয়েছে বহুরূপী, কুমার রায়ের পরিবার এবং কুমার রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

প্রদর্শনীর ভাবনা পরিকল্পনা ও রূপায়ন অরিন্দম সাহা সরদারের। প্রদর্শনী এবং কুমার রায়ের স্থায়ী সংগ্রহশালার উদ্বোধন করবেন কুমার রায়ের স্ত্রী লতা রায় উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি'র প্রদর্শকক্ষে। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন অনুপ মতিলাল। প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত, বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা।

একই দিনে 'কুমার কুলায়' শিরোনামে কুমার রায়কে নিয়ে জীবনস্মৃতি'র ঘরে একটি স্থায়ী সংগ্রহশালারও শুভ সূচনা করা হবে। নট, নির্দেশক, নাট্যকার, নাট্য-প্রশাসক, শিক্ষক এবং কর্মী কুমার রায়কে নিয়ে এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে তাঁর জীবন ও সৃজন বিষয়ক বই, পত্র-পত্রিকা, সংবাদ-কর্তিকা (পেপার কাটিং), তাঁর লেখা বই, তাঁকে লেখা শম্ভু মিত্রের চিঠি, বহুরূপী পত্রিকার নানা সংখ্যা, তাঁর অভিনীত-পরিচালিত-লিখিত এবং মঞ্চ পরিচালনায় সমৃদ্ধ নাটকের ছবি, মূল পুস্তিকা, আমন্ত্রণ পত্র ও অনুষ্ঠান পুস্তিকার সম্ভার।

কুমার রায় পরিচালিত 'রাজদর্শন', 'গালিলেও', 'মি. কাকাতুয়া', 'মুক্তধারা' এবং 'যযাতি' নাটকের সম্পূর্ণ ভিডিও কপি। কুমার রায়ের বিষয়ে তাঁর দলের প্রবীণ ও নবীন কর্মী ও অন্যান্য নাট্যদলের বহু নাট্যকর্মীর অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার। সঙ্গের গালিলেও নাটকের ছবিটি নিমাই ঘোষের তোলা।

সুখবর

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 25 FEBRUARY 2023 ● Saturday ● কলকাতা ● ১২ ফাল্গুন ১৪২৯ ● শনিবার ● ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে কুমার রায়ের দুষ্প্রাপ্য নাট্য পুস্তিকার প্রদর্শনী

● বাংলা নাটকের জগতে বিশ শতকের দ্বিতীয় শতকে শীর্ষ পরিচালক-অভিনেতাদের অন্যতম কুমারেন্দ্রনারায়ণ রায়। পরে সংক্ষেপে কুমার রায় নামে সবার কাছে পরিচিত হন। জন্ম অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরে। ছোটো থেকেই সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। অল্প বয়সে তাঁর নাটকের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। কলেজ জীবন আজকের বাংলাদেশের রাজশাহি কলেজে। সেখানে আলাপ হয় তরুণ ঋত্বিককুমার ঘটকের সঙ্গে। কুমার আর ঋত্বিক কলেজ জীবনে বেশ কিছু নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় করেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক। ১৯৪৮ সাল। সবে স্বাধীন হওয়া দেশে কলকাতা শহরে এক বিকেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের সামনে কুমারের সঙ্গে আচমকা দেখা হয় পুরনো বন্ধু ঋত্বিক ঘটকের। ঋত্বিক আলাপ করিয়ে দেন বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রবাদপুরুষ শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। তিনি তখন বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তির কারণে পরিচিত নাম। এই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে 'বহুরূপী' নাট্যদল সবে পথচলা শুরু করে। এই আচমকা দেখাতেই স্থির হয়ে গেল কুমারেন্দ্র'র আগামীদিন। ওই সাক্ষাতের কিছুদিনের মধ্যে তিনি যোগ দেন 'বহুরূপী'তে। যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ওই সময় বহুরূপীতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ছাড়াও ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, ঋত্বিক ঘটক, কলিম শরাফি, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। তাঁরা অনেকেও স্বপ্ন দেখতেন এমন এক সংগঠনের, যেখানে নিবেদিত প্রাণ কিছু ছেলেমেয়ে ভালো করে ভালো নাটক করবে। যে নাটকে সময় প্রতিফলিত হবে, সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রকাশ পাবে। কুমার রায় এই ধারাতে নিজেকে গড়ে তোলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে। পরে ৬ দশক ধরে অভিনেতা, পরিচালক, সম্পাদক, সংগঠক, শিক্ষক, লেখক, মঞ্চ শিল্পী, রূপসজ্জাকার প্রভৃতি বিষয়ে নিজের অনন্যতার ছাপ রাখেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪সাল তাঁর শিক্ষানবিশিকাল। এ সময় 'পথিক' নাটকে মংলা'র ভূমিকায় অভিনয় ছাড়াও বিকল্প শিল্পী হিসাবে একাধিক নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে গোঁসাই চরিত্রে মঞ্চে আসার পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। তারপর পুতুল খেলা'য় ডাঃ রায়, রাজা অয়দিপাউস'এ প্রধান কোরাস, রাজা'য় ঠাকুরদা, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে গোবিন্দমাণিক্য, বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'এ শরদিন্দু আর

সীতানাথ, পাগলা ঘোড়া'য় শশী তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। এ ছাড়াও মুদ্রারাক্ষস, তুঘলক, ঘরে বাইরে, সুতরাং, গীতরত্ন, আন্তিগোনে এসব নাটকে অভিনয়ের জন্য নাট্যপ্রেমীরা চিরদিন তাঁকে মনে রাখবেন। ১৯৭৯সালে কুমার রায়ের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই সময় থেকে তাঁকে বহুরূপীর সভাপতি ও মুখ্য নির্দেশক হিসাবে হাল ধরতে হয়। তাঁর নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা —নিন্দাপক্ষে, পিরীতি পরমনিধি, মুক্তধারা, শ্যামা, আকবর বীরবল, সিন্দুক, ইতিহাসের আত্মা প্রভৃতি। ঘোরতর অসুস্থতার মধ্যে ২০০৮ সালে জীবনের শেষ পরিচালিত নাটক বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁরই কাব্যনাটক 'কালসন্ধ্যা'। ৩ দশকে ১টি হিন্দিসহ মোট ২৩টি নাটকের পরিচালনা ও ৭টি নাটকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৮টি।

বহুরূপীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবর্ষ আর একই সঙ্গে কুমার রায়ের (১৯২৬-২০১০সাল) ৯৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এবছর ২ মার্চ থেকে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে 'বহুরূপী কুমার রায় পর্ব (১৯৭৯-২০১০সাল)'তে তাঁর পরিচালিত নাটকের দুষ্প্রাপ্য মূল নাট্য পুস্তিকার প্রদর্শনী শুরু হবে। প্রত্যেক নাটকের প্রযোজনার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই পুস্তিকা। যাতে নাটকের অভিনেতা ও নেপথ্য কর্মীদের পরিচয়ের সঙ্গে থাকত ১টি করে ছোটো লেখা। যার উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মূল ভাবনার একটা ধরতাই দর্শকদের জানানো। এই ট্রাডিশন বহুরূপীর প্রথম যুগ থেকে ছিল। এই কাজটি ১৯৭৯ সালের পর থেকে প্রায় এককভাবে সামলেছেন কুমার রায়। বিন্যাস ও লেখনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া এই প্রদর্শনীতে থাকছে এর আগে বহুরূপীর ৪০, ৫০ ও ৬০বছর উপলক্ষ্যে বেরোনো ইতিহাস-গ্রন্থ, প্রযোজনা বিষয়ক তথ্যপঞ্জী ও ছবির অ্যালবামের এক প্রদর্শন। বিশেষ সহযোগিতায় রয়েছে বহুরূপী, কুমার রায়ের পরিবার ও কুমার রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি। একই দিনে 'কুমার-কুলায়' নামে কুমার রায়কে নিয়ে জীবনস্মৃতি'র ঘরে এক স্থায়ী সংগ্রহশালারও সূচনা করা হবে। নট, নির্দেশক, নাট্যকার, শিক্ষক কুমার রায়কে নিয়ে এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে, তাঁর জীবন ও সৃজন নিয়ে বই, পত্র-পত্রিকা, সংবাদ-পত্রিকা, তাঁকে লেখা শম্ভু মিত্রের চিঠি, বহুরূপী পত্রিকার নানা সংখ্যা, তাঁর অভিনীত, পরিচালিত, লিখিত ও মঞ্চ পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ নাটকের ছবি, মূল পুস্তিকা, আমন্ত্রণপত্র আর অনুষ্ঠান-পুস্তিকার সম্ভার। রয়েছে কুমার রায়কে নিয়ে তাঁর দলের কর্মীদের ও অন্যান্য নাট্যদলের শ্রদ্ধার্ঘ্যর পুরো ভিডিয়ো কপি। প্রদর্শনী ও স্থায়ী সংগ্রহশালার উদ্বোধন করবেন কুমার রায়ের স্ত্রী লতা রায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অনুপ মতিলাল। প্রদর্শনী ও স্থায়ী সংগ্রহশালার ভাবনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণে রয়েছেন আর্কাইভের অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার। গবেষকদের জন্য এই সংগ্রহশালা ২ মার্চের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোম, বুধ আর শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। যোগাযোগের ফোন নম্বর —৯৮৮৩৯৭৩৬৪৬। কুমার রায়ের ছবি : সাত্যকি ঘোষ

● ভুল সংশোধন: 'আন্তিগোনে' আর 'ঘরে বাইরে' নাটকে কুমার রায় মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন। 'গীতরত্ন'-এর পরিচালক ছিলেন। অভিনয় করেন নি।

এই সময়

কলকাতেওয়ালি

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

যতীনস্মৃতি

‘কলিকাতা তুমাকে নিমন্ত্রণ করেছে।... কলিকাতা হ’লো সংগীতের বিচারের স্থান। শ্রুতারা মিষ্টি চায়, নতুন চায়। রাগ বিচার করে। আমার মত রুখা বাদ্য বাজাবে না আশীর্বাদ করি সেখানে খুব নাম করো।’ ৮ অগস্ট, ১৯৫৭— বাবা আলাউদ্দিন খাঁ-র আশীবাণী এল শিষ্য সরোদিয়া যতীন ভট্টাচার্যের (১৯২৬-২০১৬) কাছে। আট বছর বয়সে বাজনা না শিখেও বাড়ির হারমোনিয়ামে পঙ্কজ মল্লিকের ‘পিয়া মিলান কো জানা’র সুর বাজিয়ে দিয়েছিলেন। বীরু মহারাজের কাছে প্রাথমিক তালিম, ১৯৪৯ থেকে টানা সাত বছর মাইহারে বাবা আলাউদ্দিনের বাড়িতে শিক্ষা। সেই পথই অতঃপর তাঁর জীবন। ১ জানুয়ারি তাঁর ৯৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে, ১৫ জানুয়ারি থেকে একমাসব্যাপী চিঠির প্রদর্শনী চলছে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের সভাঘরে, যে সব চিঠি তাঁকে লেখেন বাবা আলাউদ্দিন ও অন্নপূর্ণা দেবী। তাঁকে নিয়ে ‘যদি সত্যি কথা বলো’ (২০১৯) তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন অরিন্দম সাহা সরদার। এ বার পূর্ণাঙ্গ আর্কাইভ ‘যতীন-জগৎ’, সুনীলা সেন ও কল্যাণবন্ধু মিত্রর স্মৃতিতে। চিঠি ও অন্যান্য সংগ্রহ আর্কাইভের হাতে তুলে দিয়েছেন দীপালি ভট্টাচার্য ও অমিত ভট্টাচার্য।

হাওড়া ও হুগলি

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৭ জানুয়ারি ২০২৩

সরোদশিল্পীর জীবন নিয়ে সংগ্রহশালা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া

বিশিষ্ট সরোদশিল্পী পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্র। নাম দেওয়া হয়েছে 'যতীন জগৎ'।

যতীন ভট্টাচার্যের লেখা 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা', এই বিতর্কিত এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে মুদ্রিত আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্নপূর্ণাদেবীর হাতে লেখা প্রায় সব চিঠি এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। চিঠির সংখ্যা অন্তত ৬৫টি। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিমল মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যতীনকে লেখা মূল চিঠিও রয়েছে। যতীনের সঙ্গীত প্রতিভা এবং তাঁর আজীবন সত্যবাদিতার জন্য তাঁকে কঠিন যন্ত্রণা এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছিল নিজের 'গুরুভাই'দের কাছে। তার সাক্ষ্য বহন করছে এই চিঠিগুলি। এ ছাড়া রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য সাদাকালো ছবি, সংবাদপত্র 'কর্তিকা', ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার।

এই সব দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ যতীন ভট্টাচার্যের স্ত্রী দীপালি এবং ছেলে অমিত সম্প্রতি আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে তুলে দেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণার কথা ভেবে। অরিন্দমের গবেষণা এবং পরিচালনায় ২০১৯ সালে 'যদি সত্যি কথা বলো' শিরোনামে যতীন ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। এ বার এই সঙ্গীত সাধকের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে এই সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্র পথ চলা শুরু করল।

যতীন জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন। তাঁর ৯৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষে রবিবার থেকে জীবনস্মৃতির ঘরে এই সংগ্রহের নির্বাচিত কয়েকটি চিঠি প্রদর্শিত হচ্ছে। এক মাস ধরে তা চলবে।

এই উপলক্ষে হুগলি এবং কলকাতার কয়েকটি গ্রন্থাগারে 'আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' বইটি, যা এত দিন পাঠকদের কাছে কার্যত অধরা ছিল, তা যতীন ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে উপহারস্বরূপ তুলে দেওয়া হয় গবেষকদের জন্য। সেই সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীত-যন্ত্র নির্মাতা হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'হেমেন অ্যান্ড কোং' দোকানের দেওয়ালে অন্য ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের পাশে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর পুত্র তপনকুমার সেনের উপস্থিতিতে যতীন ভট্টাচার্যের একটি ছবি স্থান পেল। সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হয়েছে অরিন্দমের প্রয়াত দুই নিকটজন— সুনীলা সেন এবং কল্যাণবন্ধু মিত্রের স্মৃতিতে।

আগ্রহী: সংগ্রহশালায় এক দর্শক। *নিজস্ব চিত্র*

জীবনস্মৃতি আর্কাইভে সরোদশিল্পী পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য

অরিন্দম সাহা সরদার

'কলিকাতা তুমাকে নিমন্ত্রণ করেছে—। কলিকাতা হ'ল সঙ্গীতের বিচারের স্থান। শ্রোতারা মিষ্টি চায়, নতুন চায়। রাগ বিচার করে। আমার মতো রুখা বাদ্য বাজাবে না। বাজাবে না। আশীর্বাদ করি সেখানে খুব নাম কর।'

শিষ্য যতীনকে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ এই আশীর্বাণী পাঠান। সে বছর তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনেই প্রথম প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করেন বেনারস-প্রবাসী সরোদিয়া পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য (১ জানুয়ারি ১৯২৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬সাল)। খুব তাড়াতাড়ি সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, আকাশবাণী থেকে সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও ১৯৭২সালে এইচ.এম.ভি থেকে প্রথম এল.পি.রেকর্ড। অ্যালবামের এক পিঠের স্ব-সৃষ্ট 'সম্পূর্ণ কানাড়া' রাগ ধ্রুপদী সঙ্গীতের মাইলফলক।

৮ বছর বয়সে বাজানো না শিখেই বাড়ির হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দেন পঙ্কজ মল্লিকের 'পিয়া মিলান কো যানা'র সুর। সঙ্গীতজ্ঞ বীরু মহারাজের নজরে পড়ে যান। তাঁর কাছে সরোদের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ১৯৪৯সালে মাইহারে আলাউদ্দিন খাঁয়ের বাড়িতে থেকে একটানা ৭ বছর তালিম নেন। বাবার সচিব হিসাবেও কাজ করেছেন। সারা জীবন গুরু নির্দেশিত পথ থেকে মুহূর্তের জন্যও সরেননি। নিজের ৯ কানের সরোদের মাথায় রুপো দিয়ে বাঁধানো পাতে থাকত আলাউদ্দিনের ছবি। সেনিয়া বীনকার ঘরানার সার্থক প্রতিনিধি যতীন ভট্টাচার্য সরোদবাজনার 'জবা' নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সম্প্রতি বেরোনো তাঁর লেখা ২ বইয়ের কেন্দ্রেও আছেন শিক্ষাগুরু। এই ২ বইয়ের নাম ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ অ্যান্ড হিজ মিউজিক(১৯৭৯সালে বেরোনো) আর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা (প্রথম খণ্ড ১৯৯৫ আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৬সালে বেরোনো)। দ্বিতীয় বইটি স্মৃতিকথামূলক। সেখানে অকপটে লিখেছেন আলাউদ্দিনের মেয়ে অন্নপূর্ণার সংসারিক গোলযোগের কথা — 'রবিশঙ্করকে একান্তে ডেকে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনি কি জানেন আপনার অসাক্ষাতে লোকে কী বলাবলি করে? নিজের ঘর থাকতে, ঘরে না থেকে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান ...রবিশঙ্কর ব্যাপার বুঝে দার্শনিকের মতো মুখ করে বলল, তুমি তো জানো না, অন্নপূর্ণা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না।' এই বইতেই এসেছে ধ্রুপদী-নক্ষত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। মাইহারে বাবা আলাউদ্দিনের শিষ্য নিখিল একদিন গুরুসঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু কেন? সঙ্গীত সমাজে এই 'মিথ্যা' প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, এর জন্য নাকি দায়ী যতীন ভট্টাচার্যর 'ষড়যন্ত্র'! অথচ নেপথ্যের কাহিনি অন্য। আত্মপক্ষ-সমর্থনে নয়, বরং সত্যের প্রতি অনিবার্য কিন্তু বিরল দায়বদ্ধতায় পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য নিজের কলমকে সংকোচের বিহ্বলতায় অপমানিত করেননি। সত্যের পক্ষ নিতে গিয়ে ক্ষমতাবানের রোষানলে পড়ে নিজের তথাকথিত প্রতিষ্ঠার পথ থেকে ছিটকে পড়েছেন। তবু আমৃত্যু তাঁর সঙ্গী-বাবা আলাউদ্দিন খাঁ আর সত্য। সরোদসাধক পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের জীবন ও সৃজন নিয়ে জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর উদ্যোগে 'যতীন-জগৎ' নামে ১টা সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্র গড়া হয়েছে।

এই সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্র উৎসর্গ করা হয়েছে কল্যাণবন্ধু মিত্র আর সুনীলা সেনের স্মৃতিতে। এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যতীন ভট্টাচার্যর লেখা 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা'। এই বিতর্কিত আর দুষ্প্রাপ্য বইতে ছাপা আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্নপূর্ণা দেবীর স্বহস্তে লেখা সব চিঠির প্রায় সবকটি মূল চিঠি। এছাড়া বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিমল মিত্রদের মতো নানা বিশিষ্ট লোকের যতীন ভট্টাচার্যকে লেখা মূল চিঠি। যতীন ভট্টাচার্যর সঙ্গীতপ্রতিভা আর তাঁর আজীবন সত্যবাদিতার জন্য তাঁকে যে কত কঠিন যন্ত্রণা আর অপমান সহ্য করতে হল নিজের গুরুভাইদের কাছ থেকে তার সাক্ষ্য বইছে এসব চিঠি। এছাড়া রয়েছে অনেক দুষ্প্রাপ্য সাদাকালো ছবি, পেপার কাটিং আর অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার। এই অমূল্য আর দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ যতীন ভট্টাচার্যর স্ত্রী দীপালি ভট্টাচার্য আর তাঁর ছেলে নাদ সাধক পণ্ডিত অমিত ভট্টাচার্য আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণার জন্য দান করেছেন।

অরিন্দম সাহা সরদারের গবেষণা আর পরিচালনায় ২০১৯ সালে 'যদি সত্যি কথা বলো' নামে যতীন ভট্টাচার্যকে নিয়ে ১টি তথ্যচিত্র নির্মাণের পর তাঁরই কিউরেশনে এবার এক সঙ্গীতসাধকের জীবন ও সৃজন নিয়ে এই সংগ্রহশালা ও চর্চাকেন্দ্র পথ চলা শুরু করল। এ বছর যতীন ভট্টাচার্যের ৯৭তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১মাস ধরে জীবনস্মৃতির ঘরে এই সংগ্রহের নির্বাচিত কয়েকটি চিঠি প্রদর্শিত হবে। এই উপলক্ষ্যে হুগলি আর কলকাতার কয়েকটি গ্রন্থাগারে 'আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' বইটি, যা এতদিন আমাদের সঙ্গীত জগতের সেসময়ের প্রভাবশালী লোকদের দিয়ে পাঠকদের হাতে সহজে আসেনি বা বলা ভালো আসতে দেওয়া হয়নি, তা যতীন ভট্টাচার্যর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হবে আজকের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের জন্য। সেই সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত ভারতীয় বাজনা নির্মাতা হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'হেমেন এণ্ড কোং' দোকানের দেওয়ালে অন্যান্য ভারতীয় সঙ্গীতগুণীদের পাশে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ছেলে তপনকুমার সেনের উপস্থিতিতে যতীন ভট্টাচার্যের ১টি ছবি রাখা হয় মঙ্গলবার ১০ জানুয়ারি।

জীবনস্মৃতি ও অরিন্দম

প্রায় একক চেষ্টায় অরিন্দম উত্তরপাড়ায় গড়ে তুলেছেন এক অনন্য সাধারণ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র জীবনস্মৃতি। এর সহযোগী হিসাবে রয়েছে আরেকটি কেন্দ্র ফোকাস। অরিন্দমের এই কাজে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মা অণিমা সাহা সরদার, স্ত্রী ঋষিতা সাহা সরদার ও বেশ কিছু উদ্যমী লোক। ঋষিতা নিজে একজন আলো কচিত্রী।

নানা নাম বদল আর জায়গা বদলের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে আজকের এই জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। হিন্দমোটরের বিদ্যাসাগর বাজার লাগোয়া এক গ্যারাজের ঘর পরিষ্কার করে ২০০৪ সালে সেখানে 'ইস্তেহার' নাম দিযে অরিন্দম এক পোস্টার ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী করেন। তখন অরিন্দমের বয়স ছিল ২৩ বছর। উৎসাহের পথচলার এই ছিল শুরু, তখন অবশ্য কোনো নাম ছাড়াই শুরু হয় চলা। কিন্তু ওই সময় পাশে পান কিছু সমমনস্ক বন্ধু ও উপকারী লোককে। পত্রপত্রিকা থেকে জোগাড় করা সমসাময়িক বিষয় ও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ জায়গা পায় এই প্রদর্শনীতে। ছিল বেশ কিছু ঘটনার সরেজমিন চিত্র প্রতিবেদনও। এই আয়োজনের সাফল্যের পর উত্তরপাড়া 'অবকাশ' নামের এক বৃদ্ধাশ্রমে একই নামের আরেকটি বড়ো মাপের প্রদর্শনীর আয়োজন হয় পরের বছর। এই ধরনের সাফল্যের পর অরিন্দম ভেতরে ভেতরে কাজের জন্য নতুন কিছুর খোঁজ করতে থাকেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের পর তিনি কিছু সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সেখানে। সিঙ্গুরের লোকদের কথা তুলে এনে তৈরি করেন এক তথ্যচিত্র। এলাকার লোক, চাষি ছাড়াও এই ছবিতে কলকাতার বিশিষ্ট কিছু লোকের কথাও উঠে আসে। এই ছবি প্রথম দেখানো হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই তিনি সিঙ্গুর দর্পণ নামের এই তথ্যচিত্র তৈরি করেন। এই ছবিটি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই প্রতিষ্ঠানের পরে যোগাযোগ হয় মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে। লেখিকার সঙ্গে এই যোগাযোগ অরিন্দমকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায় ভাবনার দিক থেকে। ছবি তৈরির ক্ষেত্রে অরিন্দম প্রভাবিত হন চিত্রগাহক সৌমেন্দু রায়ের কাজে। তাঁর পরামর্শে প্রথাগতভাবে শিক্ষা পান। এই ছবিটি দেখেই সৌমেন্দু রায় ওঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তারপর অরিন্দম একের পর এক তথ্যচিত্র তৈরি করে সবাইকে চমকে দেন। অরিন্দমের জনপ্রিয় সব তথ্যচিত্রের মধ্যে রয়েছে সৌমেন্দু রায়, তর্পণ, সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নদীর নাম দেবযানী, অর্ঘ্য, শ্রবণের চিত্ররূপ। শেষের ছবিটি চিত্রশিল্পী হিরণ মিত্রকে নিয়ে তৈরি। এটা প্রথম দেখানো হয় অহর্নিশ পত্রিকা আয়োজিত হিরণ মিত্র সম্মাননা অনুষ্ঠানে। ২০১৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর। জীবনানন্দ সভাঘরে। ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। গান-বাজনা নিয়ে অরিন্দমের উল্লেযোগ্য কাজের পাশাপাশি 'থ্যালাসেমিয়া' নিয়ে এক দারুণ তথ্যচিত্র রয়েছে। চিঠি নিয়ে তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'তর্পণ।

জীবনস্মৃতি আকাইভের কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদার জানান, আগ্রহীরা সোম থেকে শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে ৩ টের মধ্যে **সংগ্রহশালা দেখতে আসতে পারেন। সংগ্রহশালার ঠিকানা — ৭০, রামসীতা ঘোষ স্ট্রিট, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলি।**